প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন করে শিশুর বিকাশ ও সুরক্ষার স্বার্থে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গঠন করুন

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি কেন প্রয়োজন?

২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে 'বিনা ব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯' কার্যকর করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অভিভাবকদের নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন করার কথা। শিক্ষা অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর আট বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও আমাদের রাজ্যে এখনও আইন অনুযায়ী সব বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যদিও বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর প্রকাশিত রাজ্য রুলে এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর থেকে এ বিষয়ে একাধিক বিজ্ঞাপ্তিও প্রকাশিত হয়েছে। অভিভাবক, স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষকদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই কমিটি বিদ্যালয়ের কাজকর্মের দেখভাল করা ছাড়াও বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও তদারকি করতে পারে এবং শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টিও এই কমিটির দেখার কথা। নিজেদের সন্তান যে বিদ্যালয়ে পড়ছে সেই বিদ্যালয়ের ভালমন্দ দেখাশোনা করা এবং সমস্যা সমাধানে অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই কমিটি ঠিক মতো কাজ করলে বিদ্যালয়ের গুণমান বৃদ্ধি, সমস্যার সমাধান এবং শিশুদের গুণমানযুক্ত শিক্ষার দিকে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ও বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আইন কী বলছে?

শিক্ষা অধিকার আইন ২১ নং ধারায় বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। সরকারি অনুদান পায় না এমন বিদ্যালয় ছাড়া প্রতি বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক। পরিচালন কমিটিতে স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, অভিভাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন। কমিটির তিন-চতুর্থাংশ সদস্য হবেন অভিভাবক। অনগ্রসর ও বঞ্চিত শ্রেণির অভিভাবকদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। কমিটিতে অন্তত ৫০ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন।

রাজ্য রুলের ১৩ নং ধারায় আইনের ২১ নং ধারা অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রতি ৩ বছর অন্তর বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠিত হবে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের জন্য পরিশিষ্ট - III অনুযায়ী পরিচালন কমিটি গঠিত হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি গঠিত হবে কমপক্ষে ১২জন সদস্যকে নিয়ে।

পঞ্চায়েত এলাকার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টি যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সেই অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত, সেই অঞ্চলের গ্রামসভার একজন নির্বাচিত সংসদ এবং পৌরসভা / কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত কাউন্সিলার / কমিশনার থাকতে হবে।

প্রধান শিক্ষক অথবা টিচার ইন চার্জ
শ্রেণি ভিত্তিক অভিভাবকদের প্রতিনিধি ১০ জন
প্রথম শ্রেণি - ২ জন সদস্য, ১ জন তফশিলী জাতি এবং ১ জন সাধারণ
দ্বিতীয় শ্রেণি - ২ জন সদস্য, ১ জন তফশিলী উপজাতি এবং ১ জন সাধারণ
তৃতীয় শ্রেণি - ৩ জন সদস্য, ১ জন ওবিসি - ও, ১ জন তফশিলী জাতি এবং ১ জন সাধারণ
চতুর্থ শ্রেণি - ৩ জন সদস্য, ১ জন ওবিসি-বি, ২ জন সাধারণ

বিশেষ তালিকাভুক্ত সদস্য না পাওয়া গেলে সাধারণ তালিকা থেকেই পূরণ করা হবে। মোট সদস্যের ৫০ শতাংশ সদস্য মহিলা হবেন।
বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি প্রতি ২ মাসে ১ বার মিলিত হবেন, সভার সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে রক্ষিত হবে এবং জনগণকে তা দেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রধান শিক্ষক বা টিচার ইন চার্জ কমিটির আহ্বায়ক হবেন।

উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে (পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠিত হবে Rules for Management of Recognised Non-Government Institutions (Aided and Unaided), 1969 অনুসারে।

আইন অনুযায়ী (২১-(২) নং ধারা) বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কাজঃ

(এ) বিদ্যালয়ের কাজে নজর রাখা
(বি) বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও সুপারিশ করা
(সি) সংশ্লিষ্ট সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোনও উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের সঠিকভাবে ব্যবহারের তদারকি করা
(ডি) নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য কাজ করা

২০১২ সালের সংশোধন অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টি সংখ্যালঘুর (ধর্ম বা ভাষা যাই হোক) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং সংশ্লিষ্ট সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে যে বিদ্যালয় তার খরচের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সাহায্য পায় সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি কেবলমাত্র পরামর্শদানের কাজ করতে পারবে।

বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আইনের ২২নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

ধারা ২২

(১) ধারা ২১ এর উপধারা (১) অনুযায়ী প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে।
(২) উপধারা (১) অনুযায়ী এইভাবে প্রস্তুত হওয়া বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করেই সংশ্লিষ্ট সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) পরিকল্পনা করবেন এবং অনুদান প্রদান করবেন।

২০১২ সালের সংশোধন অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, {ব্যতীত বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি যেক্ষেত্রে বিদ্যালয়টি সংখ্যালঘুর (ধর্ম বা ভাষা যাই হোক) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং সংশ্লিষ্ট সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে যে বিদ্যালয় তার খরচের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সাহায্য পায়} নির্দেশ

অনুযায়ী বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে।

রাজ্য রুলের ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি আইন অনুযায়ী যে শিক্ষাবর্ষে গঠিত হয়েছে সেই শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বে একটি বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং প্রত্যেক ৩ বছরে একবার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে।

রুল ১৪ বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত

(১) আইনের অধীনে যে শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি প্রথম গঠিত হল সেই শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৩ মাস পূর্বে প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং তারপর প্রতি তিন বছরে একবার তৈরি করবে।

(২) একটি বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তিন বছরের জন্য হবে এবং তা তিনটি পৃথক পৃথক বাৎসরিক উপ-পরিকল্পনা সম্মিলিত হবে। এই পরিকল্পনা ছাত্র-ছাত্রী, পিতামাতা/অভিভাবক সহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা প্রস্তুত হওয়া উচিত।

(৩) একটি বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকতে হবেঃ

(এ) অবস্থান, জমি সংক্রান্ত বিবরণ, যোগাযোগ এবং বিদ্যালয়ের ইতিহাস, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, ভাল পদ্ধতি ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত স্বার্থযুক্ত বিস্তারিত তথ্য,

(বি) বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন শিশু এবং বিশেষ নজর প্রাপ্ত সমাজের শিশু এবং যদি প্রয়োগযোগ্য হয় ১২ ধারার উপধারা (১)-এর (সি) অনুচ্ছেদের অধীন ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রতি বছরের শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিস্তারিত বিবরণ,

(সি) প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির জন্য আগামী তিন বছরের প্রয়োজনীয় প্রধান শিক্ষক সহ অতিরিক্ত শিক্ষকের পরিকল্পনা,

(ডি) আগামী তিন বছরের জন্য পরিকল্পনা - প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পরিকাঠামো বা শিশুবান্ধব এবং বাধামুক্ত গৃহ যুক্ত, যদি প্রযোজ্য হয়, রান্না করা দ্বি-প্রাহরিক আহার কর্মসূচি মসৃণভাবে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস, আসবাবপত্র সহ উপকরণ যার মধ্যে শিক্ষা উপকরণ, গ্রন্থাগারের বই, নির্ধারিত নিয়ম ও মানের খেলাধুলার সামগ্রী বিষয়ে,

(ই) একটি শিক্ষাবর্ষের ন্যূনতম কাজের দিন ও নির্দেশ ঘন্টা,

(এফ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম কাজের ঘন্টা

(জি) বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে বিদ্যালয়-নিরাপত্তা পরিকল্পনা,

(এইচ)নানা অভিনব কাজ নিতে হবে যা বিদ্যালয়ের শিশুদের পঠনপাঠন এবং অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি ঘটাবে।

(৪) প্রতিটি বিদ্যালয় পরিকল্পনা বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরিত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পূর্বে জমা দিতে হবে।

বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য -

এক) পাঠক্রমের লক্ষ্যপূরণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন

(দুই) বিদ্যালয়ের বস্তুগত ও মানবিক সম্পর্কের পরিবেশের উন্নয়ন সাধন

(তিন) বিদ্যালয় পরিচালনায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

পরিকল্পনার সময় যা মনে রাখা দরকার ঃ বিদ্যালয় সংক্রান্ত নিয়ম নীতি ঠিক করা, পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রত্যেকের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, পরিকল্পনা এমনভাবে করা দরকার যে পরিকল্পনা হবে সুনির্দিষ্ট, সম্পূর্ণ করা সম্ভব, যা পরিমাপ করা যাবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হবে। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে এবং তা হবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। লভ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের কথাও পরিকল্পনার সময় ভাবা দরকার। পরিকল্পনা হবে স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য। পরিকল্পনা করার আগে সবার প্রথমে বিদ্যালয়ের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি ভাল করে জেনে বুঝে নেওয়া দরকার। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই কী করা দরকার তা ঠিক করতে হবে। বিদ্যালয়ের বস্তুগত পরিকাঠামো ও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের মানবিক সম্পর্ক সবকিছুই বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

১। বিদ্যালয়ের অবস্থান ২। জমি সংক্রান্ত বিবরণ ৩। যোগাযোগ ব্যবস্থা ৪। বিদ্যালয়ের ইতিহাস ৫। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে তথ্য ৬। বিদ্যালয়ে চালু আছে এমন কিছু ভাল প্রক্রিয়া ৭। ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য ৮। সকল ছাত্র-ছাত্রীর বিবরণ (শ্রেণি ভিত্তিক) ৯। প্রয়োজনীয় শিক্ষক ১০। পরিকাঠামো • প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পরিকাঠামো যা শিশুবান্ধব এবং বাধামুক্ত গৃহ যুক্ত • রান্না করা দ্বি-প্রাহরিক আহার কর্মসূচি মসৃণভাবে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো • পানীয় জল-পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা • অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস, আসবাবপত্র সহ উপকরণ যার মধ্যে শিক্ষা উপকরণ, গ্রন্থাগারের বই, নির্ধারিত নিয়ম ও মানের খেলাধুলার সামগ্রী বিষয়ে ১১। শিক্ষাবর্ষের কাজের দিন ও ঘন্টা ১২। প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম কাজের ঘন্টা ১৩। বিদ্যালয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা ১৪। অভিনব কাজ।

আমাদের আবেদন

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি কর্তৃক বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি খেয়াল করলেই বোঝা যাবে শিশুর শিক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে এই কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সমাজের সকলস্তরের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা সকলে নিজের নিজের অঞ্চলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা অধিকার আইন মেনে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করুন। শিশুদের সুরক্ষা ও সার্বিক বিকাশের জন্য যা গঠন করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রকাশকাল ঃ ১৫ মে, ২০১৮

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর পক্ষ থেকে
স্বপন পন্ডা কর্তৃক ৬০এ/২, ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।